দৈনিক সংবাদ

তারিখ 30 SEP 1987
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাস ও সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা পিছানো হোক

আগামী ১৫ই অক্টোবর ১৯৮৭ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাস ও সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আর মাত্র এক মাস বাকী। কিন্তু সাম্প্রতিক ভয়াল বন্যায় দেশের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। অধিকাংশ ঘরবাড়ীই পানির নীচে। অনেক পরীক্ষার্থী নিজের আশ্রয়স্থল ছেড়ে শুধু জীবনের মায়াটুকু নিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। এমতবস্থায় ১৫-১০-৮৭ তারিখে উক্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলে বিভিন্ন এলাকার পরীক্ষার্থীদের এ পরীক্ষায় সুষ্ঠুভাবে অংশগ্রহণ করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। অনেকেরই বইপত্র নোটখাতা বন্যার পানিতে নষ্ট হয়েছে। বন্যার দরুন যে সময় ক্ষতি হয়েছে তার জন্য পরীক্ষার্থীদের নতুন করে প্রস্তুতির প্রয়োজন।

অনেক পরীক্ষার্থীসহ তার মা-বাবা আত্মীয়-স্বজন এখনও বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরে অনেক কষ্টের মধ্যে আছে। এই অবস্থায় পরীক্ষার্থী কিরূপে পড়াশুনা করতে পারে। পরীক্ষা পিছানোর জন্য বিভিন্ন জাতীয় পত্র-পত্রিকায় চিঠিপত্র কলামে আবেদন করা হচ্ছে। কারণ, দেশে আজ ভয়াবহ বন্যা। কোটি কোটি মানুষ আজ বিপন্ন, আশ্রয়হীন। এই অবস্থায় আমরা পরীক্ষার্থীরাও অনেকে প্রত্যক্ষভাবে আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত।

ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি বিবেচনা সাপেক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট আকুল আবেদন, উক্ত তারিখে অনুষ্ঠিতব্য পাস ও সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা কমপক্ষে এক মাস পিছিয়ে বন্যাদুর্গত এলাকার পরীক্ষার্থীদের সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য সুযোগদানে আজ্ঞা হয়।

বিকাশ নারায়ণ দত্ত, চিত্রা মহলদার, মোঃ মাহমুদুল হাসান (বাদল), মোঃ মাসুদুর রহমান ভূঁইয়া, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষা না পেছানোর আবেদন

৭-৯-১৯৮৭ইং তারিখে দৈনিক 'সংবাদ'-এর চিঠিপত্র কলামে অলোক ঘোষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষা পেছানোর আবেদন জানিয়েছেন। কারণস্বরূপ উল্লেখ করেছেন দেশে ভয়াবহ বন্যা। পরিস্থিতিতে পড়াশোনা বিঘ্নিত হয়েছে। কিন্তু এই বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষা নির্ধারিত সময়ের ২ মাস পর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ইতিপূর্বে একবার ১৭ই সেপ্টেম্বর হতে পরীক্ষা পিছিয়ে ১৫ই অক্টোবর নির্ধারণ করা হয়েছে, যেখানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষা ২৪শে সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষা আর পেছানো সমীচীন নয়। উল্লেখ্য, ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষার প্রস্তুতি সময় ২ বছর। কিন্তু দেশে বন্যার স্থায়িত্ব ২ মাস। তাই বন্যার দোহাই দিয়ে পরীক্ষা পেছানোর আবেদন অমূলক।

মোঃ জালালউদ্দিন,
প্রযত্নে আফসারউদ্দিন,
হরিরামপুর,
সিংপুর, ঢাকা।

যথাসময়ে ডিগ্রী পরীক্ষা হোক

প্রায়ই চিঠিপত্রের কলামে দেখতে পাই, ডিগ্রী পরীক্ষা পেছানোর আবেদন। দেশ আজ বন্যাকবলিত আমরাও বন্যার্ত। কিন্তু লক্ষণীয় যে, অপেক্ষাকৃত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় কম ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা পেছানোর দিকে প্রবণতাটাই বেশী দেখা যাচ্ছে। যিনি নিয়মিত পড়াশোনা করেন, তার জন্য এই অসুবিধার কারণে পরীক্ষা ঠিক সময়ে না দেয়ার দ্বিমত থাকতে পারে না। পরীক্ষা এখনো অনেক দেরী আছে। সবচেয়ে বড় কথা হল, আমরা সেসন জটে বিশ্বাসী নই। পরীক্ষা আগষ্ট মাসে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, পিছিয়ে ১৫ই অক্টোবরে গিয়ে ঠেকেছে। আবার যদি পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়া হয়, তবে অনার্স পরীক্ষার মত পাস কোর্সেও সেসন জট সৃষ্টি হবে।

তাই যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন, আর এক দফা পরীক্ষা না পিছিয়ে, পূর্ব ঘোষিত সময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করে দেশবাসীকে সেসন জট থেকে মুক্তি দিন।

শাহজাহান হোসেন,
শেরপুর ডিগ্রী কলেজ,
শেরপুর।